থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN
MAGAZINE
An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India
DAUL A Theatre Group©2013-17

Editor of
Bengali New Year Edition 2017
Prof. Abhijit Sen
Professor, Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal

Title: বাংলা ও বিহারের কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচনের সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত [*Bangla O Biharer Krishi-Kendrik Prabad Prabochoner Samajtatwik O BhashaTatwik Prekhhit*]

Author(s): Debolina Nath and Prajita Giri

Published: 09 May 2017.

বাংলা ও বিহারের কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচনের সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত © 2017 by Debolina Nath and Prajita Giri is licensed under CC BY-NC 4.0

Yr. 5, Issue 9, 2017

Bengali New Year Edition
April - May

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

বাংলা ও বিহারের কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচনের সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

দেবলীনা নাথ
পি. এইচ ডি. রিসার্চ স্কলার,
নাট্যকলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ও
প্রজিতা গিরি
এম. ফিল রিসার্চ স্কলার,
স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিঙ্গুস্টিকস,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বুকে থেকে প্রতিনিয়ত লড়াই করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তার প্রয়োজন হয় কতকগুলি সম্পর্কের আর এই সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই মানুষ বাঁচে আর সমাজ এগিয়ে চলে। তাই নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনস্কি মানুষের যে “Kinship Algebra”র উল্লেখ করেছিলেন তা ছিলো মূলত বৈবাহিক ও রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। তবে তিনি সর্বদাই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলিকে। মানুষ যখন কোনো পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠে, সেই পরিবেশের অন্যান্য সদস্যদের সাথেও তার নানান সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার নৃতাত্ত্বিক পরিভাষা হল “virtual kinship”। আমাদের সমাজে “virtual kin”-এর একাংশ জুড়ে আছে প্রতিবেশী, যারা আমাদের সুখে-দুঃখে, ভালো-মন্দে পাশে থাকে। প্রসঙ্গত এই প্রতিবেশীর পরিধি সুবিস্তৃত। বাড়ির চারপাশ থেকে শুরু করে দেশের সীমানাবর্তী জনগোষ্ঠীকেও প্রতিবেশী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সমভাবাপন্নতা তাদের স্বভাবসিদ্ধ তবে বিষমভাব যে নেই, তা একেবারেই নয়। এই বিষমভাব ঘনীভূত হলেই ঘটে যত বিপত্তি- যার ফলস্বরূপ

সমাজ পায় অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতায় ভরপুর এক বিপন্নতাবোধ। তবু এই বিপন্নতার মাঝেও অন্তরের অমৃত সুরের ঐক্যতানই যে মুখ্য সেটিই আমরা তুলে ধরতে চাই বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে। সেজন্যই কৃষিনির্ভর দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির রাজ্যের ভাষাগত ও জাতিগত বৈষম্য থাকলেও উভয়ের মননের যে একাত্মতা তা প্রতিভাত হয় বাংলা ও বিহারের কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ-প্রবচনগুলির অন্তরে। প্রবাদ-প্রবচন হল লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। ফলত লোকসংস্কৃতির নিরিখে প্রতিবেশী বিহারের সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের বঙ্গসমাজের যে বহুলাংশে জুড়ে আছে তারও অবশ্য একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

প্রাচীন ভারতে বঙ্গদেশ বলতে অবিভক্ত বাংলার জলমগ্ন অঞ্চলগুলিকে বোঝানো হত। পতঞ্জলি তাঁর "মহাভাষ্যে" অঙ্গ, বঙ্গ, সুক্ষ্ম এই তিনটি বিভাগের উল্লেখ করেছিলেন। এই অঙ্গদেশের বেশিরভাগ অংশ বর্তমানে বিহারের অন্তর্ভুক্ত, অবশ্য কিছুটা আছে বাংলায় আর সুক্ষ্ম হল বীরভূমের উত্তরাংশবাদে বর্তমান বর্ধমান বিভাগ। "রঘুবংশ" মহাকাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস অঙ্গ-বঙ্গ-সুক্ষ্ম অঞ্চলগুলির পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কথা বলেছেন। সংস্কৃতির এই লেনদেন শীর্ষে উন্নীত হয় দ্বিতীয় শতকে খনার আগমনে। সিংহলের বিদূষী রাজকন্যা ছিলেন খনা। বিবাহসূত্রে তিনি আবদ্ধ হন উজ্জয়িনীর (বর্তমানে বিহার) বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহের পুত্র মিহিরের সঙ্গে কিন্তু ভাগ্যদোষে অহঙ্কারী শ্বশুর ও স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে মিহির সহ খনা চলে আসেন বাংলায়। সেখানে তাঁরা আশ্রয় পায় উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বেড়াঁচাপার রাজা চন্দ্রকেতুর কাছে। এই বেড়াঁচাপায় খনা-মিহিরের স্মৃতি বিজড়িত স্তূপ রয়েছে আজও। পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই স্তূপের আশেপাশে অনেক জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রাশিচক্র ও পুরাসম্পদ পাওয়া গেছে। খনা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা না গেলেও তাঁর নামের প্রবাদ-প্রবচনগুলি যুগ যুগ ধরে কৃষিপ্রধান দুই রাজ্যের (বাংলা ও বিহার) মানুষ অভ্রান্ত বলে মেনে আসছেন।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

প্রাচীন যুগের পর বাংলা ও তার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও উড়িষ্যার আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। মোঘল আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকার্য একই সাথে পরিচালিত হত কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সময় চিত্রটি বদলে যায়। তখন বঙ্গদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বিভক্ত হওয়ার পাশাপাশি বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পায়। রাজনৈতিক মানচিত্রের এই বদলের ফলে 'অভিবাসন' এই রাজ্যগুলির সংস্কৃতির পরিকাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলেছিলো। এই প্রভাব আরও ব্যাপকরূপ নেয় ব্রিটিশ আমলে কারণ বাংলার হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে যেসব পাটকলগুলি গড়ে উঠেছিলো সেখানে শ্রমিক হিসাবে যোগ দিয়েছিলো বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের মেহনতি শ্রমজীবী মানুষেরা। এখানে এসে তারা শ্রমিক হলো বটে কিন্তু চাষাবাদ তারা ছাড়লো না, বাংলার পাটকলের শ্রমিক হিসাবে যা মজুরি পেত তা থেকে নূন্যতম জীবনের চাহিদা মিটিয়ে সেই অর্থ পাঠিয়ে দিত তাদের পিতৃপুরুষের ভিটেতে। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার মাঝে বাংলার সংস্কৃতির সাথে বিহারের সংস্কৃতির বিনিময় ও মিশ্রণ ঘটে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের এই আদান-প্রদানকেই মার্কিন ব্যাপনবিদ্ ফ্রান্স বোঁয়াস বলেছেন "সাংস্কৃতিক অঞ্চলবাদ"। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের জনগোষ্ঠী যখন অপর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতিকে বুঝতে পারবে তখন তারা সহজেই একে অন্যের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করবে। এইভাবেই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপন ঘটে যা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। বিশিষ্ট সমাজবিদ্ ক্রোবার, উইসলার সকলেই ছিলেন এই মতবাদের অনুসারী। যার প্রভাব আমারা দেখতে পাই বাংলা ও বিহারের লোকসাহিত্যের মধ্যে। বিশেষ করে যদি আমরা উভয় সংস্কৃতির কৃষি সংক্রান্ত প্রবাদগুলি দেখি তাহলে বুঝব এই সংস্কৃতায়ন কতটা প্রভাবশালী।

জাতির ঐতিহ্যে প্রবাহমান বক্তব্যধর্মী উক্তি হল প্রবাদ-প্রবচন। মানুষের সমাজে প্রবাদ-প্রবচন প্রাচীনতম লোকসাহিত্যের উদাহরণ। ভারতের বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে প্রবাদ-প্রবচনের অসংখ্য নজির আছে। আবার

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

প্রাচীন বাংলা (প্রাঃ বাঃ) ও মধ্য বাংলা (মঃ বাঃ)-তেও প্রবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়: "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী" (প্রাঃ বাঃ চর্যাপদ), "ললাট লিখন খন্ডন ন জাএ" (মঃ বাঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। সাধারণভাবে প্রবাদ-প্রবচন হল মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বচন, বাণী, কথা, বাক্য বা শব্দ সচেতন সংবেদনের চিত্তস্পর্শী শিল্প। মার্কিন লোকবিজ্ঞানী Alan Dandes প্রবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "The proverb appears to be a traditional propositional statement consisting at least one descriptive element consisting of a topic and comment" (পবিত্র সরকার, ১০৮).

প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে রূপগত পার্থক্য আছে। প্রবাদ হল মূলত ব্যঞ্জনামূলক। অন্যদিকে, প্রবচন হল নীতিমূলক কথা। প্রবাদ আকারের দিক থেকে খুব ক্ষুদ্র হয়। অধিকাংশ প্রবাদ দ্বিপদী ও দ্বিচরণ বিশিষ্ট। প্রবচনগুলি প্রবাদের চেয়ে দীর্ঘতর হয় এবং মূলত ছন্দবদ্ধ সৃষ্টি। প্রবচনগুলি বোধহয় সমাজের প্রথম জীবনদর্শন এবং প্রবাদগুলি হল সামাজিক নীতি। এই প্রবাদ-প্রবচনের বিষয় বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মতন। প্রবাদে যেমন থাকে ঘরের কথা, পরিবারের কথা, আনন্দ-বেদনার কথা এবং সর্বোপরি কৃষি ও কৃষকদের কথা; তেমনি প্রবচনের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে কৃষিভাবনা। আসলে সমকালীন বঙ্গদেশে কৃষি ছিলো প্রধান জীবিকা। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে প্রাচীন বাংলার শস্যভাণ্ডারের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতমানস" কাব্যের কবি প্রশস্তিতে প্রাচীন বাংলার ধান মাড়াইয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়, এছাড়া পাওয়া যায় আখ চাষের কথাও। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন বাংলার ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনেও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনচর্যার ভাব সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই প্রবচনগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগ পাওয়া যায় খনার বচনের। এই খনা পুরুষ না রমনী তা নিয়ে মতান্তর আছে। তবে তিনি জ্যোতিষবিদ্যায় অসাধারণ সুপন্ডিত ছিলেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে তিনি জীবিত ছিলেন। "কৃষিপ্রথা" নামে একটি প্রাচীন

গ্রন্থে খনার বচনগুলি বিশদভাবে পাওয়া যায়। সেই প্রবচনগুলি থেকে কৃষিবিজ্ঞান ও সমকালীন কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। উক্ত গ্রন্থটিতে কৃষিকেন্দ্রিক তিনটি বিষয়নির্ভর একাধিক প্রবচনের আলোচনা রয়েছে যথা,

- কৃষি উপযোগী আবহাওয়া নির্ভর প্রবচন
- শষ্যাদি যত্ন ও কৃষিপণ্যের সুরক্ষা নির্ভর প্রবচন
- কৃষিতত্ত্ব ও কৃষিবিষয়ক সংস্কার নির্ভর প্রবচন

খনার কৃষিসংক্রান্ত এই বচনগুলি বাংলা ও বিহারের কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের কাছে আপ্তবাক্য। খনা উজ্জয়িনী অর্থাৎ বিহারে থাকাকালীন এগুলি সেখানকার সমাজ আত্মস্থ করেছিল। অনুরূপভাবে তাঁর বঙ্গদেশে আগমনের পরে সে একই বিষয় বঙ্গসমাজে একইভাবে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আমরা যদি বাংলা ও বিহারের কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ-প্রবচনগুলি আলোচনা করি তাহলে বঙ্গসমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রতিবেশী বিহারী সংস্কৃতির অবস্থান কোথায় তার একটি আলেখ্য পাওয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে, স্থানভেদে ভাষার পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ও বিহারের কৃষিভিত্তিক প্রবাদগুলির মধ্যে এক অভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণার একতা নিহিত রয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে বাংলা ও হিন্দি- এই দুটি ভাষার প্রবাদ-প্রবচন নেওয়া হয়েছে। হিন্দি প্রবাদের ক্ষেত্রে লেখক জন ক্রিস্টিয়ান তৎকালীন বিহারে প্রচলিত বৃহত্তর হিন্দি ভাষা ও তার উপভাষার ব্যবহারকে উল্লেখ করেছেন: “These are principally of Hindi origin, and in one of the several vernacular dialects in use in the province. A proverb couched in the Shābabad dialect, for example, would be readily understood by a native of Champaran, but he would in using it himself employ the *patois* of his district. It is difficult for a foreigner, unless thoroughly

conversant with all the provincial shades of speech, to detect the nice geographical distinctions of dialect” (Behar Proverbs, xii-xii). ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এই ভাষাগুলির মধ্যে গঠনগত পার্থক্য রয়েছে যা প্রবাদেও সুস্পষ্ট। ভাষাতত্ত্বের অন্যতম শাখা ‘শৈলীবিজ্ঞান’ (Stylistics)-এর প্রয়োগ প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফলে ধ্বনিগত, শব্দগত ও বাক্যগত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর এখন আলোকপাত করা যেতে পারে; যা থেকে উঠে আসবে বাকরীতির বিভিন্নতা। প্রবাদ-বিশেষজ্ঞ পি. ডি. গুডউইন এবং জে. ডবলিউ. ওয়েনজেল প্রবাদ রচনার প্রেক্ষাপটে মানব মনে যেসব প্রক্রিয়া কাজ করে, সেগুলোকে ষোলোটি সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। এগুলি হল: চিহ্ন (Sign), সংখ্যা (Number), কার্যকারণ (Cause and Effect), সমতুলতা (Parallel), সাদৃশ্য (Analogy), সাধারণীকরণ (Generalization), শ্রেণীকরণ (Classification), কর্তৃত্ব (Authority), প্রেরণা (Motivation), সম্বন্ধযুক্ত জোড়শব্দ (Pairs) ইত্যাদি। কৃষিভিত্তিক প্রবাদগুলির ক্ষেত্রে কোন সূত্রগুলি কার্যকর তা নির্ণয় করা যেতে পারে। লোকবিদ আর্চার টেলর প্রবাদের ছয়টি লক্ষণের কথা বলেছেন: সত্যতা, চিরন্তনতা, সংক্ষিপ্ততা, বুদ্ধিদীপ্ততা, স্মরণযোগ্যতা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা-পূর্ণতা। আমেরিকান দার্শনিক কেন্ট বাখের মতানুসারে, “almost any speech act is really the performance of several acts at once, distinguished by different aspects of the speaker's intention: there is the act of saying something, what one does in saying it, such as requesting or promising, and how one is trying to affect one's audience” (Routledge Encyclopedia of Philosophy)। কৃষিভিত্তিক প্রবাদের ক্ষেত্রেও, বাকক্রিয়া (Speech Act)-র তত্ত্ব অনুসারে, বক্তার অভিপ্রায়ই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবার ব্রিটিশ ভাষা দার্শনিক জন এল. অস্টিন বলেছেন, প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে ভাষার ‘অভিবাচনিক তেজ’ (Illocutionary Force) প্রস্ফুট হয়, যা ভাষার প্রাথমিক বা আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

গভীরতর অন্তর্নিহিত অর্থকে ব্যক্ত করে এবং এগুলি সাধারণত উপদেশমূলক হয়। বাংলা ও বিহারের (যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দি ভাষার) প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে ক্রমানুসারে (ক) ও (খ)-এ বিন্যস্ত করে তাদের সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হল-

১(ক). যদি হয় মাঘের কোণা,

হাইল্যা মাগীর কানে সোনা।

যদি হয় ফাগুনে,

বাটি হাতে মাগুনে।

যদি হয় চোতের শেষ,

ধন্যি রাজার পুন্যি দেশ। (সংগৃহীত)

মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমন এবং তার প্রভাবে সৃষ্ট বৃষ্টিপাতের ওপর ভারতের নানা রাজ্যের কৃষি অনেকাংশেই নির্ভরশীল। খামখেয়ালীপনা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একদিকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি যেমন চাষাবাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী; আবার অন্যদিকে, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে চাষের ক্ষতি হয় আর চাষিকেও দুর্ভোগের কবলে পড়তে হয়। কৃষিকে কেন্দ্র করে বাংলার নিরক্ষর কৃষকসমাজে কিছু প্রবচন প্রচলিত আছে যা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রকাশ। মাঘ ও চৈত্র মাসের বৃষ্টিতে জমিতে ফলন ভালো হয় কিন্তু ফাল্গুনের বৃষ্টি কৃষকদের দুরাবস্থার সৃষ্টি করে। এইভাবে প্রবাদটিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টির গুণাগুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু একবারও ‘বৃষ্টি’ বা ‘জল’ কোনো শব্দের উল্লেখ নেই। উক্ত প্রবাদের শৈলীবিচার করলে অনুপ্রাসের ব্যবহার দেখা যায়। ‘কোণা’ ও ‘সোনা’ শব্দ দুটির শেষে <ণা> ও <না> থাকায় অন্তমিল হয়

যা অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি করে। আবার ‘শেষ’ ও ‘দেশ’ শব্দ দুটির শেষে এবং ‘ধন্যি’ ও ‘পুণ্যি’ শব্দ দুটির শেষে যথাক্রমে <ষ> ও <শ> এবং <ন্যি> ও <ণ্যি> বর্ণের উপস্থিতিতে উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকায় অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার দেখা যায়। তিনবার করে <যদি> ও <হয়> শব্দ দুটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নির্দিষ্ট ব্যবধানে অর্থাৎ প্রতিটি চরণের শুরুতে। কাব্যিক গুণেই ‘ফাল্গুন’ ও ‘চৈত্র’ এই দুটি মাসকে ‘ফাগুন’ ও ‘চোত’ শব্দের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে; যা আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। আর ‘মাগুনে’ এসেছে ‘মাগনা’ থেকে, যার অর্থ ভিক্ষা করা। ‘হাইল্যা মাগী’ বলতে চাষী-বৌয়ের কথা বলা হয়েছে। ‘হাইল্যা’র অর্থ হল হাল। আর বর্তমান প্রেক্ষিতে ‘মাগী’ একটি অশিষ্ট শব্দ হলেও তা আগে ‘স্ত্রী’ বা ‘পত্নী’ অর্থে ব্যবহৃত হত। তাই দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে ‘অপকর্ষ’ (বা ‘অর্থ সংকোচন’: Narrowing of Meaning) ঘটেছে। মোট ছয়টি ছত্রের সাহায্যে এর গঠনগত কাঠামোটি তৈরী হয়েছে। আবার এই প্রবাদটিকেই ভিন্ন শব্দ প্রয়োগেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়:

১(ক’). যদি হয় চৈতে বৃষ্টি,
তবে হয় ধানের সৃষ্টি। (পাল চৌধুরি, ১৬১)

লক্ষণীয় ১(ক)-এর তুলনায় ১(ক’) অনেক বেশী সহজবোধ্য অর্থগত দিক থেকে। দুটি ছত্রে গঠিত এই প্রবাদের প্রথমটিতে ‘বৃষ্টি’ শব্দটির উপস্থিতি আছে যা পরের ছত্রে ‘সৃষ্টি’-র সাথে অন্ত্যানুপ্রাস ঘটায়। তবে যাই হোক, ১(ক) ও ১(ক’) দুটির ক্ষেত্রেই গঠনগত দিক থেকে মিশ্র বাক্যের ব্যবহার দেখা যায় এবং অর্থ-অনুসারে এদেরকে কার্যকারণাত্মক (Conditional) বাক্যের শ্রেণীতে ফেলা যায়। এর থেকে প্রবাদে কার্যকারণ (Cause and Effect) সূত্রে যুক্তিপ্রবণ লোকমনের ছাপ স্পষ্ট হয়।

১(খ). চারহাত বারসে আরাদ্রা, উতরাত বারসে হাস্থ।

কতেক রাজা দানরে রাহে আনন্দ গৃহস্থ। (ক্রিষ্টিয়ান, ২১১)

কৃষিজীবনেও বৃষ্টির আগমন যে শততই সুখের হয় দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে বিহারের এই প্রবাদটিতে। যদি আষাঢ়ের শুরু থেকে শ্রাবণের শেষ অবধি বৃষ্টি হয় তাহলে চাষিদের জীবন আনন্দে ভরে থাকে। <র> ও <ত>-এর একাধিকবার উপস্থিতিতে বৃত্ত্যনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং <স্থ>-এর সাহায্যে অন্ত্যানুপ্রাস ঘটেছে। এখানে যৌগিক বাক্যের সাহায্যে প্রবাদটি রচিত।

২(ক). বৈশাখের প্রথম জলে আশু ধান দ্বিগুণ ফলে।

শুন ভাই খনা বলে তুলায় তুলা অধিক ফলে। (পাল চৌধুরি, ১৬০)

বাংলার বেশিরভাগ মানুষের জীবন কৃষি কেন্দ্রিক। মাঠ ভর্তি আউশ ধান বাঙালি কৃষকদের একান্ত কাম্য। কৃষিকে ঘিরেও চলে সাধারণ মানুষের নানা লোকাচার। আউশ ধান রোপণও হয় শুভ দিন দেখে। সাধারণত বৈশাখ মাসেই আউশ ধান রোপণ করা হয় কারণ বৈশাখ বাঙালির শুভারম্ভের মাস। আবার, কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে, বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হলে তা আউশ ধানের ফলনকে দ্বিগুণ করে। অন্যদিকে, 'জলে', 'ফলে' ও 'বলে' শব্দগুলির অন্তে <লে> থাকায় অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার দেখা যায়। আবার, <ল> তরল ব্যঞ্জনধ্বনির বারবার ব্যবহার এর শ্রুতিমাধুর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। 'তুলা' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়ে পুনরাবৃত্তি-র প্রয়োগরীতিকে তুলে ধরেছে। 'শোন' শব্দের কাব্যিক ব্যবহারে 'শুন' শব্দটি পাওয়া যায়। প্রথম চরণে 'বৃষ্টি'র স্থানে 'জল' শব্দের ব্যবহার এটিকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে যা বাগর্থতত্ত্ব (Semantics) অনুসারে, অনুসৃতি (Entailment)-র উদাহরণ। চাষী অর্থে শুধুমাত্র 'ভাই' সম্বোধক শব্দটি ব্যবহৃত

হয়েছে। আসলে, সম্ভাষণ করার ক্ষেত্রে ‘ভাই’ শব্দের ব্যবহার খুব নিকট কোনো ব্যক্তির প্রতি করা হয়ে থাকে; যা খনা ও খনার বচন এবং কৃষকসম্প্রদায় ও কৃষিজীবিকার যে অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাকেই নির্দেশ করে। আবার, এটি (১ ক)-এর মতই কার্যকারণ সূত্রে রচিত একটি প্রবাদ যার প্রথম চরণটি সরল বাক্যে কিন্তু দ্বিতীয় চরণটি জটিল বাক্যে গঠিত। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারেও যে বৈশাখের বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে প্রার্থনীয় তা বোঝা যায় নিম্নলিখিত প্রবাদে:

২(খ). জাউঁ বারসে বৈসাখ রাউ/ এক ধান মেঁ দোবার ছাউ (ক্রিষ্টিয়ান, ২০৮)

যে অঞ্চলে বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হয়, সেই স্থানে কৃষকরা দুবার ফসল ফলাতে পারে। এখানে <ব> (বারসে, বৈসাখ, দোবার) একাধিক বার ব্যবহৃত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করে। ‘রাউ’ ও ‘ছাউ’ অন্ত্যানুপ্রাস ঘটায়।

৩(ক). বাড়ির কাছে ধান গা, যার মার আছে ছা।

চিনিস বা না চিনিস, খুঁজে দেখে গরু কিনিস। (পাল চৌধুরি, ১৪৭)

একদিকে সময়োপযোগী প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত; অন্যদিকে, জমিতে চাষিদের অনলস পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধানে ভালো ফলন হয়। চাষ জমি যদি চাষির বাড়ির কাছে হয়, তাহলে তার রক্ষণাবেক্ষণ করাও সুবিধাজনক হয়। এখানে ‘গা’ অর্থে গাছ এবং ‘ছা’ অর্থে সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। ভাষাগত দিকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনুপ্রাস এই প্রবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। <র> (‘বাড়ির’, ‘যার’ ও ‘মার’)-এর বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে । <নিস> (চিনিস, কিনিস)-এর ক্ষেত্রে অন্ত্যানুপ্রাস হয়েছে। চরণগুলি মিশ্র বাক্যে গঠিত এবং সেগুলি আজ্ঞাসূচক বাক্য। আবার, দ্বিতীয় বাক্যটি একটি শর্ত সাপেক্ষ বাক্য এখানে মুখ্য শর্ত হল গরু কিনতেই হবে কিন্তু কিনবে কেমন করে সেখানেও শর্ত আছে যা

দুটি ক্রিয়াপদের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ‘খুঁজে’ ও ‘দেখে’। তাই যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ এক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

(খুঁজে + দেখে + কিনিস)

(সহায়ক ক্রিয়া + সহায়ক ক্রিয়া + মূল ক্রিয়া)

আবার, দেখা যাচ্ছে যে এখানে সহায়ক ক্রিয়া দুটি আসলে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ।

৩(খ). বান্দা বেইল বেলৌঞ্জা পাহি

এক জান মারলন আবে চাহি (ক্রিষ্টিয়ান, ২০০)

কৃষকসমাজে সচেতনতার বার্তা বিহারের এই প্রবাদে রয়েছে। এর আক্ষরিক অর্থ হল: কর্মহীন বলদকে দিয়ে কোনও কৃষক যদি চাষ করায় তাহলে সে মারা পড়বে; অর্থাৎ চাষের ক্ষতি হবে। রূপকের আশ্রয়ে এই প্রবাদটি গঠিত হলেও এর মূল বিষয় একলা মানুষের পক্ষে কৃষিকাজ করা সম্ভব নয় এবং চাষের জমি যদি নিজ গৃহ থেকে দূরে হয় তবে সেই জমির মালিককে ভুগতে হয়। এটি যে শুধু পালামৌর বেলৌঞ্জা নগরের কৃষকদের জন্য প্রযোজ্য তা নয়, এটি স্থান-কাল-পাত্রভেদে চিরসত্য। এই প্রবাদটিতে <ব> (বান্দা বেইল বেলৌঞ্জা) এবং <ল> (বেইল বেলৌঞ্জা)-এর বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে। ‘পাহি’ ও ‘চাহি’ অন্ত্যানুপ্রাস ঘটিয়েছে।

৪(ক). শোনরে মালি বলি তোকে,

কলম রো শাওনের ধারে। (পাল চৌধুরি, ১৬১)

শ্রাবণ মাস কৃষকদের কাছে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সময়। এই বহু প্রতীক্ষিত শ্রাবণ মাসের যদি যথাযথ কদর না করা হয় তাহলে তা খুবই ক্ষতিকর হয় কৃষকের কাছে। তাই শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির সময় যদি কলমের চারা পোঁতা হয়, তাহলে সেই কলম ভালো করে মাটিতে শেকড় ছড়ায় এবং যথাসময়ে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এখানে 'মালি' বলতে কৃষক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। 'রে' শব্দটি একাধারে আহ্বানাত্মক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; অন্যদিকে, 'তোরে', 'রো', 'শাওনের' ও 'ধারে' শব্দগুলির সাথে বৃত্ত্যনুপ্রাসের মাধ্যমে শ্রুতিমাধুর্যকে বাড়িয়ে তোলে। আঙ্গিকের বিচারে চিহ্ন (Sign) রূপে শ্রাবণ (শাওন) মাসের ব্যবহারও লক্ষণীয়। এই প্রবচনটি আজ্ঞাসূচক মিশ্র বাক্যের উপস্থাপনা করে।

৪(খ). আওয়াত আদার নাঁ দিয়ে জাত নাঁ দিয়ে হাস্থ,

কাহেঁ ভাদ্দার দোউ গায়ে, বানিতা আউ গিরহাস্থ।। (ক্রিস্টিয়ান, ২০৬)

গৃহে নববধূকে যদি সঠিকভাবে আদর-আপ্যায়ন না করা হয় তাহলে সে অসম্মানিত হয়ে চলে যায়, গৃহস্থদের এতে অকল্যাণ হয় –এটি প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলেও উপমা অলংকারের ব্যবহারের ফলে এটি প্রবচন হয়ে উঠেছে। এখানে বৃষ্টিকে 'স্ত্রী'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্ত্রী যখন শ্বশুর বাড়ি যায় তখন যদি তাকে সঠিক আদর-আপ্যায়ন না করা হয় তাহলে সে নিজের বাড়ি ফিরে যায়; ঠিক তেমনই শ্রাবণের বৃষ্টির যথোপযুক্ত সম্মান না দেওয়া হলে তা কলম চাষ ভালো হয় না। এখানে আমরা দেখতে পাই যে <আ> (আওয়াত আদার)-এর বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে। <নাঁ>-এর দু' বার ব্যবহার দেখা যায়। আবার 'হাস্থ' ও 'গিরহাস্থ'-শব্দ দুটির সাহায্যে অন্ত্যানুপ্রাস ঘটেছে।

৫(ক). আষাঢ়ে কাড়ান নামকে

শ্রাবণে কাড়ান ধানকে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ভাদরে কাড়ান শীষকে

আশ্বিনে কাড়ান কিসকে। (পাল চৌধুরি, ১৬৩)

কখন ধান চাষ করলে তা লাভজনক হবে তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায় এই প্রবচনটির মধ্যে। আষাঢ় মাসে বৃষ্টির পর উপযুক্ত সময় চলে গেলে আর ধান চাষ করা যায় না। সেই কারণে আষাঢ় মাসে ধান লাগালে স্বল্প ফলন হয়ে থাকে। বৃষ্টির পর শ্রাবণ মাসের জমিতে ধান লাগালে প্রচুর পরিমাণে ধানের ফলন হয়। ভাদ্র মাসে ধান লাগালে শুধুমাত্র ধানের শীষ পাওয়া যায় এবং আশ্বিনে ধান লাগালে একদম ফলন পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, ততোধিক ছত্রে রচিত এই প্রবাদটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে যে 'কাড়ান' শব্দটির চারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তারপর <এ> ও <কে>-এর অন্ত্যানুপ্রাস ঘটেছে। তৃতীয় ছত্র বাদ দিলে <ন>-এর বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এছাড়া প্রতিটি ছত্রেই <ক> ব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উপস্থিতিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে। ভাদ্রমাসকে 'ভাদর' বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা ভাষার আঞ্চলিকতাকে প্রকাশ করে। ফলস্বরূপ, স্বরভক্তির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় যেখানে 'ভাদ্র' [bʰad̪ro] থেকে 'ভাদর' [bʰad̪or] হয়েছে। অর্থাৎ, 'দ্র' [dr] এই যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের মাঝে 'ও' [o] স্বরধ্বনির আগমন হয়।

৫(খ). আদি না বারসে আরাদ্রা, হাস্ত না বারসে নিদান,

কাহেহিঁ ডাক সুনু ভিল্লারী ভায়ে কিসান পিসান। (ক্রিস্টিয়ান, ২১০)

যদি আষাঢ় মাসে বৃষ্টি না হয় এবং শ্রাবণের শেষে বৃষ্টি হয় তাহলে কৃষকদের ভাগ্যে শুধু বিচুলি জোটে। বাংলা ও

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

বিহারের জলবায়ুর তারতম্য যে খুব একটা বেশি নয় তার আভাস মেলে এই প্রবাদটিতে। এখানে <না> ও <বারসে> শব্দ দুটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। <ভ> (ভিল্লারী ভায়ে) বৃত্ত্যনুপ্রাস ঘটায় এবং ‘কিসান’ ও ‘পিসান’ অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করে।

৬(ক). শ্রাবণে পুরো ভাদ্রে বারো, এর মধ্যে যত পারো,

বেড়াল বলে আর খাবো না গো। (পাল চৌধুরি, ১৫১)

কৃষক যদি সারা শ্রাবণ মাস এবং ভাদ্র মাসের অর্ধেক অবধি চাষ করে তাহলে সে এতটাই লাভবান হয় যে তার বাড়ির বেড়ালের পর্যন্ত খাওয়ার রুচি চলে যায়। এই প্রবাদটিতে সংখ্যাবাচক শব্দ ‘বারো’র ব্যবহার দেখা যায়; যা প্রকৃতপক্ষে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কে ইঙ্গিত করে। প্রথম ছত্রে ‘পুরো’, ‘ভাদ্রে’ ও ‘বারো’-এই তিনটি শব্দের শুরুতেই ওষ্ঠধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। ‘পুরো’, ‘বারো’ ও ‘পারো’-শব্দগুলোতে <র> অনুপ্রাস সৃষ্টি করে। শেষ ছত্রে <ব> এর বৃত্ত্যনুপ্রাস দেখা যায়। বাক্যতত্ত্বের নিরিখে এই প্রবাদটিতে ব্যবহৃত বাক্যের অধোগঠন (Surface Structure) অসমাপ্ত যা আজ্ঞাসূচক মিশ্র বাক্যের অংশ। এখানে সম্বন্ধবাচক সর্বনামযুক্ত বাক্যাংশটি রয়েছে কিন্তু পারস্পরিক-সঙ্গতিসূচক সর্বনামযুক্ত বাক্যাংশটি অনুপস্থিত। নিচে মিশ্র বাক্যের বিশেষণ-ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ ও প্রধান বাক্যাংশের গঠন দেওয়া হল, যা অধিগঠনের (Deep Structure) রূপ:

[বিশেষণ-ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ[সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যত] [ক্রিয়া পার]] [[পারস্পরিক-সঙ্গতিসূচক সর্বনাম তত] [ক্রিয়া কর]]

প্রবাদটিতে ‘শ্রাবণে পুরো ভাদ্রে বারো এর মধ্যে’-এই ক্রিয়াবিশেষণমূলক পদগুচ্ছকে বাক্যতত্ত্বের ভাষায় ‘প্রসারক’ বা ‘সম্প্রসারক’ (Adjunct) বলা হয়। ৬(ক)-এর কৃষি ভাবনা নিম্নলিখিত (বিহারের) প্রবাদেও পাওয়া যায়:

৬(খ). কারকে ভিঞ্জাই কাঙ্করি, সিং গারজাই যায়,

কাহ ভাদ্দার সুন ভাদ্দারি কুত্তা ভাত না খায়। (ক্রিস্টিয়ান, ২১৪)

বিহারের লোককবি ভাদ্দার বলছেন, যদি শ্রাবণে রাস্তার নুড়ি পাথর ভিজে থাকে এবং ভাদ্র মাসে ঝড়সহ বৃষ্টি হয়, তাহলে এত ফলন হয় যে রাস্তার কুকুরও আর অভুক্ত থাকে না। সুতরাং দেখা গেল যে উভয় অঞ্চলের কৃষিকাজে শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিপাতের ভূমিকা বিশেষভাবে উপযোগী। এটি রূপকের আশ্রয়ে গঠিত। কথোপকথনধর্মীতা এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। <ক>- এর বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে 'কারকে', 'কাঙ্করি', 'কাহ' ও 'কুত্তা' শব্দগুলিতে। এছাড়া, <ভ> (ভিঞ্জাই,ভাদ্দার, ভাদ্দারি, ভাত), <জ> (ভিঞ্জাই,গারজাই) ও <র> (কারকে, কাঙ্করি, গারজাই)-এর বৃত্ত্যনুপ্রাস ঘটে। 'যায়' ও 'খায়' অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি করেছে।

৭(ক). অঘ্রানে পাউটি, পৌষে ছেউটি।

মাঘে নাড়া, ফাল্গুনে ফাঁড়া। (পাল চৌধুরি, ১৪৮)

অঘ্রান মাসে ধান কাটলে ষোলো আনা ধান পাওয়া যায়; পৌষে ছয় আনা ধান পাওয়া যায়; মাঘে কাটলে অবশিষ্টের পরিমাণ খুব কমই হয় এবং ফাল্গুনে কাটলে কোনও লাভ থাকে না। 'অঘ্রান' বলতে অগ্রহায়ণ মাস ও 'পাউটি' অর্থে পুরো বোঝানো হয়েছে। এছাড়া, 'ছেউটি' বলতে ছিন্নভিন্ন ও 'নাড়া' বলতে বিচুলি বা খড় এবং 'ফাঁড়া' অর্থে বিপদের সম্ভাবনাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রবাদে 'পাউটি' ও 'ছেউটি' শব্দ দুটির শেষে এবং 'নাড়া' ও 'ফাঁড়া'-র শেষে অন্ত্যানুপ্রাস ঘটেছে। আর <ফা>-এর পুনরাবৃত্তিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে। কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত এই প্রবাদ যৌগিক বাক্যের উদাহরণ কিন্তু এখানে কোনো সংযোজক পদ এর মাধ্যমে সরল বাক্যগুলো যুক্ত নয়। শুধুমাত্র বিরামচিহ্নের সাহায্যে দুটি

থেসপিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

করে সরল বাক্য একটি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি চার ছত্রের একটি প্রবাদ যেখানে কোনো ক্রিয়াপদের উপস্থিতি চোখে পড়ে না; অর্থাৎ, ক্রিয়াপদহীনতা এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আবার, তা 'সংক্ষিপ্ততা'রও পরিচায়ক। এই একই বিশ্বাস দেখা যায় বিহারের প্রবাদে,

৭(খ). আঘান দোবার, পুষ ডৌরহা, মাঘ সাবাই,
ফাগুন বারসে ঘারহুঁ কে যাই। (ক্রিস্টিয়ান, ২২২)

যদি আঘ্রানে বৃষ্টি হয় দুবার, পৌষে বৃষ্টি হয় একবারের বেশি, আর মাঘে অর্ধেক বৃষ্টি হয় এবং ফাল্গুনে খুব বৃষ্টি হয় তাহলে তা খুব ক্ষতিকর হয়। বৃষ্টি যে কৃষিকাজের লাভ লোকসানের অঙ্কটিও নির্ধারণ করে তার পরিচয় বাংলা ও বিহারের উক্ত এই প্রাবাদগুলি। এখানে 'সাবাই' ও 'যাই' অন্ত্যানুপ্রাস ঘটায়।

সর্বোপরি, প্রবাদবিশেষজ্ঞ মিলনারের 'চতুরঙ্গ গঠন' (১৯৬২)-কে অনুসরণ করলে প্রবাদের চারটি খণ্ডাংশ পাওয়া যায়। দুইটি করে খণ্ডাংশ দিয়ে একটি অর্ধ তৈরী হয়। তিনি প্রথম অর্ধকে 'head' বলেছেন আর শেষার্ধকে 'tail' নাম দিয়েছেন। প্রতিটি অর্ধের আবার 'প্লাস' (+) বা 'মাইনাস' (-) দিয়ে মান নির্ণয় করেছেন। এখন বাংলা ও বিহারের নির্বাচিত প্রবচনগুলোকে বিশ্লেষণ করলে মূলত দুই রকমের গঠন পাওয়া যায়: [+ +] ও [+ -]। সেই হিসেবে প্রথমটির মান হয় [+] এবং দ্বিতীয়টির মান হয় [-]। সুতরাং, প্রথমটিকে 'পজেটিভ' আর পরেরটিকে 'নেগেটিভ' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। Peukes (১৯৭৭)-এর মতে, 'অবয়ববাদ' (Structuralism) অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার প্রবাদের শরীরী কাঠামোগুলোকে কয়েকটিমাত্র নির্দিষ্ট সংগঠন বা ছকে ফেলা যায়। তার মধ্যে 'No X without Y'-এর ছকে এই প্রবচনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উল্লিখিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি একাধিক ছত্রে গঠিত। পরিবেশ, আবহাওয়া ও অন্যান্য

সামাজিক অবস্থার প্রভাবে কৃষিভিত্তিক প্রবাদ-প্রবচনগুলির 'সত্যতা' ও 'চিরন্তনতা' লঙ্ঘন হতে পারে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণগুলি এগুলির সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িয়ে থাকে। ক্রিয়াপদহীনতা এবং অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার প্রবাদের 'সংক্ষিপ্ততা'কে তুলে ধরে। নির্বাচিত কৃষিভিত্তিক প্রবাদগুলিতে বেশিরভাগ আজ্ঞাসূচক বাক্য বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্যকারণাত্মক বাক্যও দেখা যায়। তাই চিহ্ন (Sign) ও সংখ্যা (Number)- এই সূত্রের সাথেই অপর একটি সূত্র: কার্যকারণ (Cause and Effect)-কে কৃষিভিত্তিক প্রবাদ প্রবচন রচনায় বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। 'কার্যকারণ' সম্পর্ক প্রবাদ রচনাকারীর বুদ্ধিদীপ্ততাকে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, বাংলার কৃষিভিত্তিক প্রবাদগুলি খনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বাহক। আবার, গঠনশৈলী, প্রবাদের পঞ্চম লক্ষণ- 'স্মরণযোগ্যতা'কে, আমাদের কাছে সহজেই স্পষ্ট করে দেয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ জীবনে এই প্রবাদগুলি বহু দিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফসল। কিন্তু আধুনিক সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষিতে লোকভাষার অন্যতম সমৃদ্ধ আকর এই প্রবাদ-প্রবচনগুলি আজ বেশিরভাগ মানুষের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছে, যা ভাষা সঙ্কটময়তার ইঙ্গিতবাহী। অন্যদিকে, লোকভাষার নিরিখে প্রবাদে প্রযুক্ত শব্দ, বাক্য, বাক্যের গঠন ইত্যাদি মান্য ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা ও অন্যান্য ব্যবহারিক ভাষিক রূপগুলি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। তাই ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখার প্রয়োগে প্রবাদের ভাষাগত বিশ্লেষণ ও তার ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে ভাষাকেই পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ করা যায় এবং তা পরবর্তীতে আরও নতুন ও পরিবর্ধিতরূপে ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করতে পারে।

তথ্যসূত্র

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, ১৯৯৫, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পুস্তক বিপণী, কোলকাতা।

চক্রবর্তী, বরুন কুমার, ১৯৭৯, বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র, সাহিত্য শ্রী, কোলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ২০১৬, ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড, নতুন দিল্লী।

চৌধুরী, দুলাল, ২০০৪, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কোলকাতা।

দাশ, সৌমেন, ১৯৯৭, লোকসংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কোলকাতা।

পাল চৌধুরি, প্রীতি, ২০১১, মীরার পদাবলী কবীরের দোঁহা চানক্য শ্লোক খনার বচন সাতশো প্রবাদ, প্রিয়া বুক হাউস, কলকাতা।

পাল, অনিমেষকান্তি, ২০১১, লোক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা।

বসাক, সুদেষ্ণা, ২০০৭, বাংলার প্রবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

Christian, John, 1891, Behar Proverbs, Stephen Austin and Sons, Hertford.

Geetha V. & Kamatchi B., Tamil Proverbs: A Structural Approach, MJAL 2:6 October 2010, ISSN 0974-8741.

http://online.sfsu.edu/kbach/spchacts.html (Routledge Encyclopedia of Philosophy).

Mieder, Wolfgang, 2004, Proverbs: A Handbook, Greenwood Press, London.